لا اله الا الله محمد رسول الله

দাজ্জাল ও তাহার গাধা
এবং
ইয়া'জূজ ও মা'জুজ

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

প্রকাশনায় ঃ
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড,
ঢাকা–১২১১।

প্রণেতাঃ
মৌলভী মোহাম্মদ (মরহুম)
ভূতপূর্ব আমীর,
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

ত্রয়োদশ সংস্করণ ঃ
জেলহজ্জ – ১৪১৩
জ্যৈষ্ঠ – ১৪০০
মে – ১৯৯৩

মুদ্রণেঃ
বিকাশ মুদ্রণ
৩/১ গার্ডেন রোড
পশ্চিম তেজতুরী বাজার,
ঢাকা–১২১৫

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

نَحۡمَدُهٗ وَنُصَلِّيۡ عَلٰى رَسُوۡلِهِ الۡكَرِيۡمِ

দাজ্জাল ও তাহার গাধা

এবং

ইয়া'জূজ ও মা'জূজ

জনগণের নিকট হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)–এর আগমনের শুভ সংবাদ শুনাইলে, তাহারা প্রশ্ন করে, দাজ্জাল এবং ইয়া' জূজ ও মা' জূজ কোথায়? তাই আমরা এই পুস্তিকায় উহাদের পরিচয় দিব । হযরত রসূল করীম (সাঃ) দাজ্জাল ও তাহার গাধা এবং ইয়া' জূজ ও মা' জুজ সম্বন্ধে যে সব লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন, উহা তাঁহার কাশ্ফ ও রুইয়ায় দেখা। কাশ্ফ অর্থ দিব্যদর্শন এবং রুইয়ার অর্থ সত্য–স্বপ্ন। কাশ্ফ ও রুইয়ায় বিষয় তাবির বা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝিতে হয়। সময় সময় এক ব্যক্তি এক জাতিকে বুঝাইয়া থাকে। যেমন চিত্রশিল্পী কোন জাতিকে এক ব্যক্তির ছবি বা কার্টুন দিয়া বুঝাইয়া থাকেন। এই কথা বলিবার কারণ এই যে, আভিধানিক অর্থে দাজ্জাল দ্বারা এক জাতিকে বুঝায়। এই শব্দটির ছয়টি অর্থঃ–(১) মহা মিথ্যাবাদীর দল, যাহারা সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য করিয়া দেখায়। (২) উটের সারা দেহে আলকাতরা মালিশ করার মত পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলা। (৩) সর্বদা ভ্রমণকারী। (৪) মহা ধনী ও বিত্তশালী। (৫) বিরাট এক দল, যাহারা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। (৬) ব্যবসায়ীর দল যাহারা বাণিজ্য করিয়া ফিরে।

ইয়া' জূজ ও মা' জূজ হইতেছে হযরত নূহ (আঃ)–এর পুত্র ইয়াফেসের বংশধরগণের এক শাখা–জাতি।

(তফসীরে কবীরের হাশিয়া, সূরা কাহাফ, ৯৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ইয়া' জূজ ও মা' জূজ আরবী 'আজীজ' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আজীজ' শব্দের অর্থ আগুন। ইহা এই ইঙ্গিত বহন করে যে, ইয়া' জূজ ও মা' জূজ এক জাতি, যাহারা আগুনের বহুল ব্যবহার করিবে। হযরত রসূল করীম (সাঃ) তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে "আল্লাহ্তা' লা বলিয়াছেন,

"নিশ্চয় আমি আমার এমন এক দল বান্দার অভ্যুত্থান করিব, যাহাদের মোকাবিলায় যুদ্ধ করিবার সাধ্য কাহারও হইবে না।"

–(মুসলিম ও তিরমিযী)

তিনি আরও জানাইয়াছেন "প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং তাঁহার অনুগামীগণও তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না। বরং তাঁহারা অবরুদ্ধ অবস্থায় 'তূর' পর্বতে অর্থাৎ আল্লাহ্তা' লার আশ্রয়ে অবস্থান করিবেন।" প্রকৃতপক্ষে দাজ্জাল এবং ইয়া' জূজ ও মা' জূজ, একই সম্প্রদায়ের জাতীয় জীবনের দুই প্রকার পরিচয় বহনকারী নাম। ধর্ম, কৃষ্টি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে তাহারা দাজ্জাল এবং রাজনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির ক্ষেত্রে তাহারা ইয়া' জূজ ও মা' জূজ। দাজ্জালের কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য হযরত রসূল করীম (সাঃ) যে উপায় বাতলাইয়া দিয়াছেন তাহা হইতেও ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দাজ্জাল এবং ইয়া' জূজ ও মা' জূজ একই সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়। তিনি বলিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যে কেহ দাজ্জালের দেখা পাইবে, সে যেন সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত এবং শেষ দশ আয়াত পাঠ করে। (মসনদে ইমাম হাম্বল)। পবিত্র কুরআন খুলিয়া দেখুন, সূর কাহাফের প্রথম দশ আয়াতে ভ্রান্ত খৃষ্টান ও তাহাদের ভ্রান্ত মতবাদ সম্বন্ধে সাবধান করা হইয়াছে এবং কৃষ্টি ও সভ্যতায় তাহাদের আশ্চর্য উন্নতি ও ধ্বংস সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। শেষ দশ আয়াতে ইয়া' জুজ ও মা' জূজের শিল্প ও প্রযুক্তি বিদ্যার অভূতপূর্ব প্রতিযোগিতামূলক উন্নতি, বিপুল সমর–সম্ভার ও পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ ও ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী এবং পরিণামে ইসলামের বিজয় ও আল্লাহ্তা' লার বাণীর বহুল প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং প্রথম দশ আয়াতে ও শেষ দশ আয়াতে দাজ্জালের সম্পর্কে হুশিয়ারী, ইয়া' জূজ ও মা' জূজের কার্যাবলীর উল্লেখ ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে যে, দাজ্জাল এবং ইয়া' জুজ ও মা' জুজ একই সম্প্রদায়ের ভিন্ন

ভিন্ন নাম। সূরা ফাতেহার শেষেও আমাদিগকে "যাল্লীন" অর্থাৎ পথ ভ্রষ্ট খৃষ্টানগণের ভ্রান্ত আকিদা হইতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রার্থনা শিক্ষা দানের মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়টিকে আল্লাহ্‌তা' লা আরও সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সহী মুসলিমের একটি হাদীস আছে, "তামীম দারী (রাঃ)কাশ্‌ফে দাজ্জালকে এক গীর্জায় থাকিতে দেখিয়াছিলেন"। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, তাহারা খৃষ্টান। বস্তুতঃ ধর্ম ও সভ্যতায় আধুনিক খৃষ্টানগণই হইতেছে দাজ্জাল এবং বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ ও সমর-শক্তিতে তাহারা ইয়া' জূজ ও মা' জূজ। অগ্নির বহুল ব্যবহারে তাহাদের উন্নতি এবং অপব্যবহারে তাহাদের ধ্বংস হইবে। বিভিন্ন হাদীসে দাজ্জাল এবং ইয়া' জূজ ও মা' জূজের সম্বন্ধে যে পরিচয় বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিম্নে সহজ ভাষায় ব্যাখ্যাসহ লিখিত হইলঃ

দাজ্জালের পরিচয়

১। সে এক চক্ষু বিশিষ্ট হইবে। তাহার দক্ষিণ চক্ষু কানা হইবে।

-(বুখারী ও মুসলিম)

মানুষের দৃষ্টি দুই প্রকারের। একটি আধ্যাত্মিক ও অপরটি পার্থিব। দক্ষিণ চক্ষু আধ্যাত্মিক দৃষ্টি নির্দেশক এবং বাম চক্ষু পার্থিব দৃষ্টি। আধুনিক খৃষ্টান জাতির আধ্যাত্মিক চক্ষু অন্ধ। তাহারা একজন নবীকে একদিকে খোদা বলিয়া পূজা করে এবং অপরদিকে পিতা-খোদা, পুত্র-খোদা এবং পবিত্রাত্মা-খোদা, এই তিনকে এক করিয়া এক খোদাকে তিন বলিয়া বিশ্বাস করে। পাশ্চাত্য জাতি সূক্ষ্মাতি- সূক্ষ্ম হিসাবে পারদর্শী হইয়াও এক যে তিন হয় না এবং তিন যে এক হয় না, এই সহজ কথা বুঝে না এমনি তাহারা অন্ধ। আহ্‌মদীয়া জামাতের পক্ষ হইতে ডঃ মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রাঃ) যখন ইংল্যাণ্ডে ইসলাম প্রচারে গিয়াছিলেন তখন তিনি একদিন সেখানে একটি পুস্তকের দোকানে দেখিলেন যে, দোকানের সকল পুস্তকের মূল্য তিন পেন্স। দোকানদারকে খৃষ্টীয় ধর্মের মতবাদ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে তিনি সেই দোকানে গিয়া একটি বই পসন্দ করিলেন। দোকানদার বইটির মূল্য চাহিল তিন পেন্স। ডঃ মুফতী সাহেব পকেট হইতে ১টি পেন্স বাহির করিয়া দোকানদারকে দিলেন। ইহাতে দোকানদার তাঁহাকে জানাইল যে, তিনি ভুল করিয়াছেন, তাঁহাকে আরও দুই পেন্স দিতে হইবে। তখন মুফতী সাহেব বলিলেন, "সে কি কথা। আমি ঠিকই দিয়াছি।

আপনি কি বিশ্বাস করেন না যে, তিনে এক বা একে তিন?" খৃষ্টান দোকানদার তখন লজ্জিত হইয়া বলিল, "উহা তো ধর্মের কথা। ব্যবসায়ে উহা চলে না।" খোদাতা'লা পবিত্র কুরআনে বলিয়াছেনঃ

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٩﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿٩٠﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩١﴾ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ﴿٩٢﴾

"এবং তাহারা বলে' রহমান খোদা এক পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন। নিশ্চয় তোমরা এক অতি জঘন্য কথা বলিতেছ। আকাশ ফাটিয়া যাইতে চায় ও পৃথিবী চৌচির হইতে চায় এবং পর্বতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে চায়। কেননা তাহারা রহমান খোদার প্রতি এক পুত্র আরোপিত করে।"

–(সূরা মরিয়ম, রুকূ ৬)

সুতরাং খৃষ্টানগণ যীশুকে খোদার সহিত অংশীদার খাড়া করিয়া জগতের সর্বাপেক্ষা জঘন্য মিথ্যা বলিয়াছে।

(২) তাহার কপালে কাফ (ک) ফে (ف) এবং রে (ر) অর্থাৎ কুফরী (তৌহীদে অবিশ্বাস বা অংশীবাদিতা) লেখা থাকিবে। লেখাপড়া জানা এবং না জানা প্রত্যেক মোমেন উহা পড়িতে পারিবে।

–(বুখারী ও মুসলিম)

প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ) লুধ শহরে আসিয়া জনগণের নিকট দাজ্জালের পরিচয় করাইবেন। তিনি পরিচয় নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিবেন যে, এই সেই দাজ্জাল। –(মুসলিম)

ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ্ হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ) যথাসময়ে আবির্ভূত হইয়া ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে লুধিয়ানা শহরে ঘোষণা করেন যে, "খৃষ্টান পাদ্রীগণ দাজ্জাল। তাহারা সকল নবীপ্রদত্ত তৌহীদের শিক্ষার বিপরীত তিন খোদার প্রচার করিয়া থাকে এবং হযরত ঈসা (আঃ) কে খোদা বলিয়া পূজা করে। বস্তুতঃ হযরত ঈসা (আঃ) খোদা নহেন, তিনি মানুষ ছিলেন। তিনি পরিণত বয়সে মারা গিয়াছেন, ক্রুশে মারা যান নাই

এবং খৃষ্টানদের কাফ্‌ফারার (প্রায়শ্চিত্তবাদের) তথাকথিত আকিদা সম্পূর্ণ মিথ্যা।" খৃষ্টানগণ তিন খোদা মানিয়া খোদার একত্বকে অস্বীকার করিয়া সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কুফরী করিয়াছে। তাহারা অদ্বিতীয় খোদার সমীপে সেজদা না করিয়া যীশুর নিকট মাথা অবনত করিতেছে।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মাওউদ (আঃ) কে যাহারা গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা শিক্ষিত হউক বা না হউক, খৃষ্টানগণকে অতি সহজেই দাজ্জাল বলিয়া চিনিয়া ফেলিয়াছে। যদি সত্য সত্যই তাহাদের কপালে আরবী ভাষায় (ك ف ر) লেখা থাকিত, তাহা হইলে তো প্রত্যেক আরবী শিক্ষিত ব্যক্তি কাফের হউক বা মোমেন তাহা পড়িতে পারিত,, কিন্তু লেখাপড়া না জানা মোমেন কখনও পড়িতে পারিত না।

(৩) তাহার সঙ্গে জান্নাত এবং দোযখ থাকিবে। তাহার জান্নাত প্রকৃত পক্ষে দোযখ হইবে। —(বুখারী ও মুসলিম)

খৃষ্টান জগৎ আজ তাহাদিগের ফলিত জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারা আয়েশ ও আরাম উপভোগের যে সব উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছে তাহা পার্থিব জগতে বেহেশ্‌ত স্বরূপ। তাহাদের বেহেশ্‌ত তাহাদিগকে অহংকারী ও শক্তি মদে মত্ত করিয়া সুনিশ্চিত মহা প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধের অগ্নি–যজ্ঞের দিকে লইয়া যাইতেছে। তাহাদের বেহেশ্‌ত তাহাদিগকে দোযখের আগুনের দিকে দ্রুত ধাবিত করিতেছে। জান্নাতের আর এক অর্থ বাগান। খৃষ্টানগণ বাগানওয়ালা বাড়ীতে বাস করিয়া থাকে। কিন্তু উহাতে মদ, নাচ ও ব্যভিচারের যে আয়োজন থাকে, তাহাতে তাহাদের জান্নাতকে দোযখের নামান্তর বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

(৪) তাহার সঙ্গে আগুন ও পানি থাকিবে। লোকের চক্ষে যাহা পানি বলিয়া পরিদৃষ্ট হইবে, উহা প্রকৃতপক্ষে আগুন হইবে এবং যাহাকে লোকে আগুন বলিয়া মনে করিবে, উহা প্রকৃতপক্ষে শীতল ও সুমিষ্ট পানি হইবে। —(বুখারী ও মুসলিম)

পানি জীবনের প্রতীক এবং অগ্নি কষ্টের প্রতীক। পানি স্বাচ্ছন্দ্য পার্থিব জীবন নির্দেশক এবং অগ্নি পার্থিব কষ্ট নির্দশক। 'রমযান' মাসে দৈহিক কষ্ট বরণ করিয়া আমরা আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করি। রমযান শব্দ অগ্নি

নির্দেশক সুতরাং এই লক্ষণে ইহাই প্রকাশ করা হইয়াছে যে, পাশ্চাত্য জাতির স্বাচ্ছন্দ্য পার্থিব জীবন প্রকৃত পক্ষে আধ্যাত্মিক পতন ও দোযখের কারণ হইবে এবং তাহাদিগের চালচলনের বিপরীত সংযত ও সৎ জীবন কষ্টকর , কিন্তু আধ্যাত্মিক কল্যাণের কারণ হইবে।

(৫) সে আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণ করিতে আদেশ দিবে এবং আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করিবে। —(মুসলিম ও তিরমিযী)

পাশ্চাত্য জাতি আজ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় এক নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বৃষ্টি বর্ষণে সক্ষম।

(৬) যমীনকে সে শস্য উৎপাদন করিতে আদেশ দিবে এবং যমীন শস্য উৎপাদন করিবে। —(মুসলিম ও তিরমিযী)

পাশ্চাত্য জাতি আজ নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক উপায়ে অবিশ্বস্যরূপে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিতেছে।

(৭) অনুর্বর ক্ষেত্র তাহার আদেশে আপন ধনভান্ডার খুলিয়া দিবে। —(মুসলিম ও তিরমিযী)

মরুভূমি এবং কঙ্করময় এলাকায় পাশ্চাত্য জাতি নানাবিধ যন্ত্র এবং সাজ সরঞ্জাম দ্বারা তৈল, পেট্রোল, গ্যাস, হীরক, স্বর্ণ, প্রভৃতি খনিজ পদার্থ উত্তোলন করিতেছে।

(৮) তাহার সহিত রুটির পাহাড় ও পানির নহর থাকিবে।

—(মিশকাত)

শহরে–বন্দরে, পাহাড়ে–প্রান্তরে, জলে–স্থলে, আকাশে ও পাতালে যেখানে যেখানে পাশ্চাত্য জাতি বিচরণ করে, তাহাদের সহিত পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য ও পানীয় থাকে। তাহারা তাহাদের প্রভাবাধীন জাতিগুলিকে খাদ্য–সামগ্রী দান করিয়া থাকে, পরিবর্তে ঈমান লুঠ করে।

(৯) আপন শক্তির প্রকাশ করিতে সে এক ব্যক্তিকে হত্যা করিবে এবং পুনরায় জীবিত করিবে। —(বুখারী ও মুসলিম)

পাশ্চাত্যের চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞগণ হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীগণের হৃৎপিণ্ড কাটিয়া বাহির করিয়া, রোগীর রক্তবাহী শিরাকে কৃত্রিম যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ডের সহিত সংযুক্ত করিয়া রোগীর আসল হৃৎপিণ্ডকে অপারেশন দ্বারা গ্লানি মুক্ত করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিয়া, তাহাকে পুনর্জীবিত ও সুস্থ করিতেছে। অপারেশন অবস্থায় রোগী সংজ্ঞাহারা মৃতবৎ পড়িয়া থাকে। ইহা ছাড়া বিশেষজ্ঞগণ সদ্য মৃত ব্যক্তির সুস্থ হৃৎপিণ্ডকে হৃদরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডের সহিত বদল করিয়া তাহাকে জীবিত রাখিতেছে।

(১০) দাজ্জাল বহু দুর্বল বিশ্বাসীর ঈমান হরণ করিবে।

–(মিশকাত)

খৃষ্টান পাদরীগণ দুর্বল মুসলমানদের ঈমান হরণ করিতেছে । গত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এক পাক–ভারত–বাংলাদেশ উপমহাদেশেই ১৩ লক্ষ মুসলমান খৃষ্টান পাদ্রীদের প্রচারে ইসলাম ধর্ম ছাড়িয়া খৃষ্টান হইয়া যায় এবং তাহাদের মধ্যে বহু আলেমও ছিলেন। এই সকল আলেমের মধ্যে আবার অনেকে পাদরী পর্যন্ত হইয়াছিলেন।

(১১) দাজ্জাল কা'বার চারিদিকে তওয়াফ করিবে। –বুখারী)

দাজ্জাল মক্কা এবং মদীনা ব্যতীত পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছিবে।

–(মিশকাত)

দাজ্জাল যদি মক্কায় যাইতে না পারে তাহা হইলে সে কিভাবে কা' বার তওয়াফ করিবে ? অতএব, ইহা শাব্দিক অর্থে পূর্ণ হইতে পারে না। পবিত্র কুরআন, নবী করীম (সাঃ)–এর জীবনী ও শিক্ষা কা' বার প্রতীক ।এইগুলি প্রত্যেকেরই জন্য সহজলভ্য । সুতরাং এই হাদীসের অর্থ হইবে, খৃষ্টানগণ এগুলি পাঠ করিবে। কিন্তু কোন সৎ উদ্দেশ্যে পাঠ করিবে না। চোরও গৃহস্থের গৃহের চতুর্দিকে ঘুরে এবং পাহারাদারও। কিন্তু চোর গৃহস্থের ক্ষতি করিবার উদ্দেশ্যে ঘুরে এবং পাহারাদার তাহাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে। খৃষ্টানগণ বর্তমান যুগের উলামা অপেক্ষা ইসলামের অধিক গবেষণা করিয়াছে এবং ইংরেজী ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করিয়াছে এবং ইসলাম

সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি লিখিয়াছে কিন্তু তাহাদের গবেষণা ও প্রচেষ্টার একমাত্র উদ্দেশ্য হইল ইসলামের ধ্বংস সাধন। হাদীসে আছে যে, **"সেই সময় প্রতিশ্রুত মসীহ্ও কা'বার চারিদিকে তওয়াফ করিবেন"** (বুখারী)। কিন্তু আর এক হাদীসে আছে যে, "তাঁহার সময় হজ্জ বন্ধ থাকিবে।" ইহার অর্থ এই যে, তিনি প্রতিবন্ধকতার জন্য হজ্জ করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহার কা' বার তওয়াফ করার অর্থ ইসলামের স্বপক্ষে এবং খৃষ্টানগণের বিপক্ষে ধর্মীয় খেদমত করা। বস্তুতঃ হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মক্কায় না গিয়াও এই কার্যই সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার প্রচেষ্টার ফলে ইসলামের শিক্ষার সম্মুখে খৃষ্টীয় মতবাদ বাতিল ও অচল। সুতরাং, হাদীসে দাজ্জালের ও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জন্য তওয়াফ শব্দ রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(১২) দাজ্জাল মক্কা ও মদীনা ছাড়া সারা দুনিয়ায় ছড়াইয়া পড়িবে। —(মুসলিম)

খৃষ্টানগণ মক্কা ও মদীনা ছাড়া আজ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এ ঘটনা এরূপ সুস্পষ্ট যে, ইহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। তাহারা বাহ্যিকভাবে মক্কা ও মদীনায় প্রবেশ করিতে পারিবে না।

(১৩) প্রতিশ্রুত মসীহ্ যখন দাজ্জালের দিকে তাকাইবেন তখন লবন যেমন পানির মধ্যে গলিয়া যায় সে—ও তেমনি ভাবে গলিয়া যাইবে। —(মুসলিম)

এই বর্ণনা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, দাজ্জাল অস্ত্র বা যন্ত্রের দ্বারা পরাভূত হইবে না। বরং পবিত্র কুরআনের মতে—

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ

"যাহারা যুক্তির দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে তাহারাই প্রকৃত ধ্বংস—প্রাপ্ত।"

—(সূরা আনফাল,৫ম রুকূ)

যাহারা যুক্তির দ্বারা ধ্বংস হয় তাহাদের ধ্বংসই লবনে গলিয়া যাওয়ার অনুরূপ। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুক্তির আলোকে খৃষ্টীয় মতবাদ অনুরূপভাবেই ধ্বংস হইয়াছে। আজ কোন খৃষ্টান একজন আহ্মদী

মুসলমানের ধর্মীয় আলোচনায় আসিতে সাহস রাখে না। কোন আহ্‌মদী মুসলমানকে দেখিলেই সে পানির মধ্যে লবনের অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

(১৪) হযরত রসূল করীম (সাঃ) হস্ত দ্বারা পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করিয়া জানাইয়াছেন যে, দাজ্জাল পূর্ব দিক হইতে বাহির হইবে।

–(মুসলিম ও বুখারী)

আরব দেশের পূর্বে অবস্থিত ভারতে খৃষ্টানদিগের রাজত্ব স্থাপিত হওয়ার পর হইতে তাহাদের ইসলাম বিদ্বেষী তৎপরতা এবং পার্থিব উন্নতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় এবং পরিণামে তাহারা সারা দুনিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করে।

(১৫) তাহারা নগরে এবং নাগরিকদের মধ্যে বহু বিপ্লবের সৃষ্টি করিবে। –(মিশকাত, শরাহে মিশকাত)

নিজেদের আধিপত্য বিস্তার এবং প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীর সর্বত্র পাশ্চাত্য জাতির সমাজ, ধর্ম ও জাতি বিধ্বংসী কর্মতৎপরতা আজ এরূপভাবে প্রকাশিত যে, উহার ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নাই। নাস্তিকতা ও কম্যুনিজম ত্রিত্ববাদেরই ফসল।

(১৬) দাজ্জাল মরাজীব এবং মানুষের ছবি জীবন্ত অবস্থায় দেখাইবে। –(মুসলিম)

খৃষ্টান জাতির দ্বারা আবিষ্কৃত সিনেমা বা টেলিভিশনের সবাক চলচ্চিত্র এই লক্ষণকে পূর্ণ করিয়াছে।

(১৭) সত্তর হাজার টুপিধারী ইহুদী দাজ্জালের অনুগমন করিবে।

–(মুসলিম)

যদিও খৃষ্টান ও ইহুদীর সম্বন্ধ অহি ও নকুলের, তথাপি খৃষ্টান জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিশেষতঃ তাহাদের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে ইহুদী জাতি আজ শক্তভাবে শিকড় গাড়িয়া বসিয়া আছে। খৃষ্টানদিগের সাহায্যে ইহুদীরা যখন

প্যালেষ্টাইনে তাহাদিগের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, তখন তাহারা সংখ্যায় সত্তর হাজার ছিল। টুপি তাহাদিগের প্রাধান্য লাভের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে।

(১৮) দাজ্জাল চল্লিশ বৎসরের কাজ এক বছরে, এক বছরের কাজ এক মাসে, এক মাসের কাজ এক সপ্তাহে, এক সপ্তাহের কাজ এক দিনে, এক দিনের কাজ এক ঘন্টায় এবং এক ঘন্টার কাজ মুহূর্তে সাধন করিবে। —(মুসলিম, তিরমিযী এবং শরাহে সুন্নাহ)

নানাবিধ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে খৃষ্টান জাতি সময় সাপেক্ষ কাজকে এবং দূরের ভ্রমণকে অল্প হইতে অল্পতর সময়ে সমাধা করিয়া এই লক্ষণ পূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

(১৯) দাজ্জালের দ্বারা মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা করিয়া দেখানো সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। হযরত ঈসা (আঃ)–কে খোদা বানাইয়া জাল খৃষ্টধর্মকে সত্যের রূপ দিয়া খৃষ্টানগণ আজ জগতের অগণিত লোককে বিভ্রান্ত করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই। বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহারা আজ সোনা, হীরা, মুক্তা ইত্যাদির নকল বাহির করিয়াছে। তাহাদের তৈরী বিভিন্ন প্রকারের নকলের চাকচিক্য মানুষকে এমন আকৃষ্ট করে যে, খাঁটি বস্তুকে ফেলিয়া লোক মেকি বস্তুকে সাদরে গ্রহণ করে। ইহা ছাড়া তাহাদের আচার–ব্যবহার এবং চালচলনেও এই ভোজবাজীর খেলা চলিয়াছে। খোদা হইতে আরম্ভ করিয়া যে কোন কিছুর মধ্যে তাহারা ভেজাল মিশাইতে ছাড়ে নাই। এ ছাড়া হযরত ঈসা (আঃ)–কে তাহারা একবার অভিশপ্ত করিয়া দোযখে ফেলিয়াছে, আবার তাহাকে খোদা বানাইয়াছে। হযরত রসূল করীম (সাঃ) এবং ইসলামকে মিথ্যা বলিয়াছে এবং জাল খৃষ্ট ধর্মকে সত্য, দোযখকে বেহেশ্‌ত এবং বেহেশ্‌তকে দোযখ বানাইয়াছে, সোনাকে তাহারা রাং বানাইয়াছে এবং রাংকে সোনা। অন্তরের বিদ্বেষকে তাহারা প্রেমের পুষ্পহারের রূপে পেশ করিয়াছে। যাহার চোখ আছে এ জাতিকে চিনিতে তাহার ভুল হইবে না।

দাজ্জালের গাধা

(২০) দাজ্জালের এক গাধা থাকিবে —(বায়হাকী)।

গাধা ভারবাহী। গাধা বোকা। হাদীসে দাজ্জালের গাধার বর্ণনা নিম্নরূপ। বর্ণনাগুলি পাঠ করিলে ইহা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইবে যে, ইহা কোন প্রাণবিশিষ্ট গাধা নহে বরং অন্য প্রকারের যানবাহন ঃ

(১) তাঁহার দুই কানের ব্যবধান হইবে ৭০ গজ। –(বায়হাকী)

আরবী ভাষায় ৭০ সংখ্যা, সত্তর ছাড়াও বহু সংখ্যক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কর্ণদ্বয় সম্মুখের দুই সীমার দৈঘ্য নির্দেশক। তদনুযায়ী কর্ণ বলিতে কোন বাহনের দৈর্ঘ্যকে বুঝাইবে। রেলওয়ে, ট্রেন, জাহাজ, এবং উড়োজাহাজের দৈর্ঘ্য যথেষ্ট লম্বা এবং ৭০ গজও হইয়া থাকে। ট্রেনের ইঞ্জিনে অবস্থিত ড্রাইভার ও সর্ব পিছনে গার্ড পরস্পরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিয়া ট্রেনের দুই কর্ণের কাজ করিয়া থাকে।

(২) তাহার কপালে চাঁদ থাকিবে। –(মিশকাত)।

রাত্রি বেলায় রেল ইঞ্জিন, জল–জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদি যন্ত্রচালিত যানবাহনগুলি কপালে পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় বিজলী বাতি (সার্চলাইট) লইয়া আলো দিতে দিতে গন্তব্য পথে চলিয়া যায়।

(৩) তাহার মাথায় ধোঁয়ার পাহাড় হইবে। –(মিশকাত)

রেল–ইঞ্জিন ও জাহাজের চিমনি দিয়া ধোঁয়া নির্গত হয়, উহা এই লক্ষণকে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করিয়াছে।

(৪) গাধা সকাল সন্ধ্যা চলিতে থাকিবে। সে যখন লোকজনকে ভ্রমণের জন্য ডাক দিবে, তখন কয়েক মাইল দূর হইতে তাহার ডাক শুনা যাইবে। –(মুসলিম ও তিরমিযী)

দূরবর্তী লক্ষ্যস্থল–গামী ট্রেন ও জাহাজগুলি ষ্টেশন বা বন্দরসমুহ হইতে সকাল ও সন্ধ্যায় যাত্রী লইয়া রওয়ানা হয়। কোন স্থানে পৌঁছিবার এবং তথা হইতে ছাড়িবার পূর্বে এমন জোরে সিটি দেয় যে, উহা কয়েক মাইল দূর হইতেও শুনা যায়।

(৫) প্রবল ঝড়ের মুখে মেঘ যেমন উড়িয়া যায়, দাজ্জালের গতি তদ্রুপ দ্রুত হইবে। ৬ মাইল দূরে সে পা রাখিবে। –(মিশকাত)

এই হাদীসে দাজ্জালের গতি বলিতে তাহার বাহনের গতিকেই বুঝাইতেছে। যখন ট্রেন বা জাহাজ চলে, তখন উহারা ঝড়ো মেঘের বেগেই চলিয়া থাকে। উহাদের থামিবার ষ্টেশনগুলি ৫/৬ মাইল দূরে দূরে হইয়া থাকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) –এর আবির্ভাবের সময় ট্রেন এবং জাহাজের বিরতি স্থান এইরূপ দূরত্বেই ছিল। এখন জেট, রকেট ইত্যাদির আবিষ্কারে চলার গতি বহু গুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

(৬) আগুন ওপানি তাহার খোরাক হইবে। –(মিশকাত)

যন্ত্রচালিত সকল যান–বাহন আগুন এবং পানি বা জলবৎ পেট্রোল দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। সুতরাং আগুন এবং পানি উহার খাদ্য বলিতে প্রাণহীন সেই বাহনগুলিকেই বুঝায়, যেগুলি আগুন, পানি ও পেট্রোল দ্বারা চালিত হয়।

(৭) গাধার পেটের মধ্যে আলো এবং জানালা থাকিবে। উহার মধ্যে বহু লোক একসঙ্গে প্রবেশ করিবে এবং বাহির হইয়া আসিবে।

–(মিশকাত)

প্রত্যেক ট্রেন, জাহাজ এবং যন্ত্রচালিত যানবাহনের মধ্যে বিজলী বাতি এবং জানালা থাকে। যখন কোন ষ্টেশনে এই যান পৌছায় তখন উহার

মধ্যে বহু লোক আরোহণ করে এবং বহু যাত্রী বাহির হইয়া আসে। ইহা আমরা প্রত্যহ ষ্টেশনে ষ্টেশনে প্রত্যক্ষ করি।

ইয়া'জূজ ও মা'জূজ

(১) ইয়া'জুজ ও মা'জুজ প্রত্যেক উচ্চতা হইতে ছুটিয়া আসিবে।

–(মিশকাত)

পাশ্চাত্য জাতি আজ পার্থিব সকল প্রকার উন্নতির শিখর হইতে পৃথিবীর সর্বত্র দ্রুত গতিতে প্রভাব–প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া ফিরিতেছে।

(২) ইয়া'জূজ ও মা'জূজর কান লম্বা হইবে। —(মিশকাত)

কান দ্বারা আমরা শুনিবার কাজ লইয়া থাকি। হাদীসে লম্বা কান বলিতে কানের বাহ্যিক দৈর্ঘ্যকে বুঝায় নাই, বরং দূর হইতে শুনিবার ব্যবস্থার দিকে ইঙ্গিত করিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতি দূর-দূরান্তের কথা শ্রবণ করিবার জন্য টেলিফোন, বেতার বা রেডিও ইত্যাদি যে সকল যন্ত্রের ব্যবস্থা করিয়াছে, উহাই তাহাদিগের লম্বা কান।

(৩) তাহারা উপসাগরের জল শোষণ করিয়া শুকাইয়া ফেলিবে।

—(মুসলিম ও তিরমিযী)

পাশ্চাত্য জাতি যন্ত্রপাতির সাহায্যে খাল খনন করিয়া বড় বড় নদীকে শুষ্ক করিয়া ফেলিতেছে। তাহারা মানবহৃদয়কেও শুকাইয়া ফেলিতেছে।

(৪) তাহারা যেখানে যাইবে ধ্বংস লীলা সাধন করিয়া যাইবে।

—(মুসলিম, তিরমিযী)

পাশ্চাত্য জাতির ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ও বিভিন্ন কাজে তাহাদের বর্তমান ক্রিয়াকলাপ এই হাদীসের সত্যতাকে প্রতিপন্ন করিতেছে।

(৫) ইয়া'জূজ ও মা'জূজের সহিত কেহ যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে না। তাহারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করিয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে।

—(মুসলিম, তিরমিযী)

পাশ্চাত্য জাতি সমর-শক্তিতে আজ এত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে যে জগতে অপর সকল জাতি মিলিত ভাবে তাহাদের মোকাবিলা করিবার ক্ষমতা রাখে না। তাহাদের আপোসের মধ্যে যুদ্ধের দ্বারা তাহাদের ধ্বংস সংঘটিত হইবে। ইতিপূর্বে দুইটি মহাযুদ্ধ ইহার আংশিক নমুনা দেখাইয়াছে এবং ভবিষ্যত যুদ্ধ তাহাদের শেষ পরিণাম দেখাইয়া দিবে।

আশা করি পাঠকের নিকট দাজ্জাল ও তাহার গাধা এবং ইয়া' জূজ ও মা' জূজের পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌তা' লার' জন্য যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক প্রভু।

—০—

DAZZAL O TAHAR GADHA
ABONG
IYAJUJ O MAJUJ

Published by :
Ahmadiyya Muslim Jama't. Bangladesh